তুঁত গাছে টুকরা নিয়ন্ত্রণ

সফল পলু পালনের প্রাথমিক চাহিদা, সঠিক গুণমানের উপযুক্ত পরিমাণ ও গুণমান সম্পন্ন বেশী পরিমাণে তুঁতপাতা। তুঁতগাছে বিভিন্ন প্রকার পোকার আক্রমণের ফলে পাতার উৎপাদন অনেকাংশে কমে যায়। এদের মধ্যে **'টুকরা'** সৃষ্টিকারী মিলিবাগ হল অন্যতম।

আক্রমণের লক্ষণ ও ক্ষতির ধরণ :

- মিলিবাগ তুঁতগাছের কচিপাতা ডালের অগ্রভাগের রস শুষে খায় ফলে অগ্রমুকুল ও পাতার বৃদ্ধি হয় না।
- আক্রান্ত ডাল ও পাতা কুকড়ে যায় এবং ভঙ্গুর হয়ে যায়।
- মিলিবাগ সাদা মোমের মতো পদার্থ নিসৃত করে তারমধ্যে থাকে ফলে, সহজে মারা যায় না।
- তুঁতগাছ ছাড়া অন্যান্য বাগানে ১২৫ রকম ছোট বড় গাছে মিলিবাগের আক্রমণ হয়।

আক্রমণের সময় :

মার্চ হইতে আগষ্ট মাসের মধ্যে তুঁত জমিতে মিলিবাগের আক্রমণের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু গ্রীষ্মের শেষে এবং বর্ষা শুরুর আগে অর্থাৎ মে - জুন মাসে আক্রমণের মাত্রা বেশী হয়। আক্রমণের তীব্রতা অনুযায়ী পাতার ফলন ৪০% পর্য্যন্ত কমে যায়।

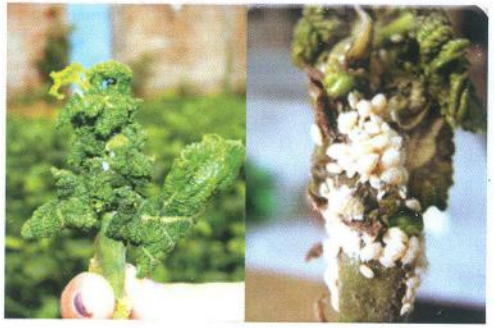

নিয়ন্ত্রণ :

- তুঁতজমির আশপাশ আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- টুকরা আক্রান্ত ডাল এবং পাতাগুলি ভেঙ্গে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- নতুন তুঁতবাগান তৈরীর জন্য অবশ্যই তুঁতকাঠি উপযুক্তরূপে পরিশোধক ব্যবহার করে সরবরাহ করতে হবে।
- বেশী বৃষ্টি হলেও, তুঁতবাগানে টুকরার আক্রমণ কমে যায়।

- তুঁতবাগানে ডাল প্রতি মিলিবাগের সংখ্যা ১০ ছাড়িয়ে গেলে বা আক্রমনের মাত্রা ১০% এর বেশী হলে, ২.০% নিমতেল (১৫০০ পি.পি.এম.) অথবা ০.১% ডাইমেথোয়েট (রোগর) স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার ১৪ দিন পর পলু পোকাকে পাতা খাওয়ানো যাবে।
- এছাড়াও জমিতে একর প্রতি ৬০০ জোড়া ***S. bourdillioni*** অথবা ***B. suturalis*** নামক বন্ধু পোকা ছাড়লে টুকরার আক্রমণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

জেলা	বন্দের নাম	কীটনাশক স্প্রে করার শেষ তারিখ	ডিম মুখানোর তারিখ
মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, নদীয়া এবং মালদা	বৈশাখী (মার্চ-এপ্রিল)	১৫ই মার্চ	২৭-৩০শে মার্চ
	শ্রাবণী (জুন)	৫ই জুন	১৫ই-২০শে জুন

নিয়ন্ত্রণ সূচী:

উল্লিখিত তারিখের পর কখনই স্প্রে করে পলুপালন করা যাবে না।

সর্বদা পাতার তলার দিকে স্প্রে করতে হবে।বাতাস যেদিকে বইছে, সেইদিক থেকে এবং নজেলের মুখ উপরের দিকে করে গাছের গোড়া থেকে ডগার দিকে স্প্রে করা দরকার।

কীটনাশক দ্রবণ প্রস্তুত প্রণালী :

এক বিঘা (৩৩ শতক) তুঁতবাগানে স্প্রে করার জন্য ৭০লিটার কীটনাশেকর দ্রবণ প্রয়োজন। প্রতি ১০ লিটার দ্রবণ তৈরীর জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণ কীটনাশক প্রয়োজন।

কীটনাশক	বাণিজ্যিক মাত্রা	প্রয়োজনীয় পরিমাণ
নিম তেল	১৫০০ পি.পি.এম.	২০০ মি.লি. বা ৪০ চামচ নিমতেল + ১০মি.লি. সাবান জল
	৩০০০ পি.পি.এম.	১০০ মি.লি. বা ২০ চামচ নিমতেল + ১০মি.লি. সাবান জল
	৫০০০ পি.পি.এম.	৬০ মি.লি. বা ১২ চামচ নিমতেল + ১০মি.লি. সাবান জল
	১০০০০ পি.পি.এম.	৩০ মি.লি. বা ৬ চামচ নিমতেল + ১০মি.লি. সাবান জল
ডাইমেথোয়েট	৩০ ই সি (EC)	৩৩মি.লি. বা ৭ চামচ

প্রস্তুতকারক:
এন. ললীতা, এম. ভী. শান্তাকুমার, ডী. দাস, এস. কে. মুখোপাধ্যায়, এ. কে. সাহা ও এস. নির্মল কুমার
বাংলা অনুবাদ - বিপদ কর্মকার
প্রকাশক:
ড: এস. নির্মল কুমার, অধির্কতা,
কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান,
কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ, বস্ত্র মন্ত্রালয়, ভারত সরকার, বহরমপুর-৭৪২১০১,পশ্চিমবঙ্গ।
টেলিফোন: (03482) 251046 ফ্যাক্স: (03482) 251233
ই-মেল: csrtiber.csb@nic.in/csrtiber @ gmail.com
ওয়েবসাইট: www.csrtiber.res.in

Pamphlet No 18 © CSRTI,Berhampore Feb 2015

তুঁত গাছে টুকরা নিয়ন্ত্রণ

Central Sericultural Research & Training Institute
Central Silk Board,
Ministry of Textiles,Govt. of India
Berhampore – 742101
West Bengal